গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.২৮৮৯ তারিখ ১৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

প্রাপক : **উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল (সংশ্লিষ্ট)**

বিষয় : **প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত খামারিদের দুধ শীতলীকরণ (মিল্ক চিলিং) প্ল্যান্ট পরিচালনা নির্দেশিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : ১. প্রকল্প দপ্তরের ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৩৮১৫ সংখ্যক মোতাবেক।
২. প্রকল্প দপ্তরের ১৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৪১৮৭ সংখ্যক মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও ১নং সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সক্ষমতা কার্যক্রমে প্রকল্প এলাকাভূক্ত ৪০ টি উপজেলায় (চর ও উপকূলীয় অঞ্চল) দুধ শীতলীকরণ (মিল্ক চিলিং) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য খামারির তালিকা সংগ্রহের লক্ষে প্রয়োজনীয় গাইডলাইনসহ মাঠ পর্যায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল (সংযুক্তি-০১)। সে মোতাবেক উপজেলা সমূহ হতে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাচাইক্রমে ২নং সূত্রস্থ পত্র মোতাবেক ৪০ জন খামারির তালিকা চূড়ান্ত করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল (সংযুক্তি-০২)। মাঠ পর্যায় প্রতিষ্ঠিত এ সকল দুধ শীতলীকরণ (মিল্ক চিলিং) প্ল্যান্ট সমূহ পরিচালনার লক্ষে প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক পরিচালনার নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত পরিচালনা নির্দেশিকা (সংযুক্তি-০৩) খামারি পর্যায়ে বিতরণ ও অবহিত করণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি-বর্ণনা মোতাবেক

১৪.০৭.২৪

**প্রকল্প পরিচালক**
ফোন- ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল- lddp@dls.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৮৮.২৩.২৮৮৯ তারিখ ১৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :**

১. মহপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা (ইহা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. পরিচালক (সম্প্রসারণ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৩. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/খুলনা।
৪. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর (সংশ্লিষ্ট) ----------।
৫. হিসাব শাখা, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

১৪.০৭.২৪

**প্রকল্প পরিচালক**
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প

**সংযুক্তিঃ-০১**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়**
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৬৮১৫ তারিখ ঃ ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ

প্রাপক ঃ **উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রকল্প এলাকাভুক্ত)**

বিষয় ঃ **ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর আওতায় Milk Chilling Plant স্থাপনের জন্য খামারীর তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চর অঞ্চল ও উপকূলবর্তী এলাকার স্বাবলম্বী খামারিদের জন্য (**পিজি খামারী ব্যাতিত**) ৪০ (চল্লিশ) টি Milk Chilling Plant স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খামারি নির্বাচন করা প্রয়োজন। প্রকল্প দপ্তর হতে খামারী নির্বাচনের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সংযুক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী অবশ্যই পালনীয় মানদন্ড সমূহ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই/পালনকরত: সংযুক্ত ছক মোতাবেক খামারির তথ্যাদি আগামী ৩১/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে আবশ্যিক ভাবে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংযুক্ত ছকসহ প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

| ক্রঃ নং | খামারীর নাম | খামারীর ঠিকানা (গ্রাম,ইউনিয়ন,উপজেলা,জেলা) | খামারীর মোবাইল নং | এন.আইডি.নং | মন্তব্য (মুখ্য/গৌণ খামারী) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**বিষয়টি অতীব জরুরী।**

১১/১০/২০২৩

**(মোঃ আব্দুর রহিম)**
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল ঃ lddp@dls.gov.bd

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মতে।

আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রকল্প এলাকাভুক্ত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪। মনিটরিং কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

সংযুক্তিঃ-০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৪১৮৭ তারিখঃ ২৯/১১/২০২৩খ্রিঃ

প্রাপক : মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা-১২১৫।

সূত্র ঃ (১) প্রকল্প দপ্তরের পত্র নং-৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৩৮১৫, তারিখ-১১/১০/২০২৩খ্রিঃ মোতাবেক।

বিষয় : **এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর Milk Chilling Plant (৪০টি) স্থাপনের চুড়ান্ত তালিকা অবহিতকরণ ও সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৪০টি চর অঞ্চল ও উপকূলবর্তী এলাকার স্বাবলম্বী খামারিদের জন্য (পিজি খামারী ব্যাতিত) ৪০ (চল্লিশ) টি ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর Milk Chilling Plant স্থাপনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত-১)। এতদবিষয়ে সংযুক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্প দপ্তরে লিখিত তালিকা (মুখ্য ও গৌণ) প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। প্রদত্ত গাইডলাইনের আলোকে ৩৮ টি জেলার ৬১ টি উপজেলা হতে ৪৯ জন মুখ্য ও ৪১ জন গৌণ খামারীর তালিকা হতে পাওয়া যায়। প্রকল্প দপ্তরে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাছাই করত: প্লান্টের কাঁচামাল, খামারের পূর্ব অভিজ্ঞতা, পার্শ্ববর্তী সুফলভোগীর সংখ্যা, খামারের অবস্থান ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে প্রাপ্ত তালিকা হতে ৪০ টি ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর আওতায় Milk Chilling Plant চাহিদা চুড়ান্ত করা হয় (কপি সংযুক্ত-২)।

এমতাবস্থায়, ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর Milk Chilling Plant স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৪০ (চল্লিশ) জন খামারীর তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মতে।

২৯/১১/২০২৩

(মোঃ আব্দুর রহিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল ঃ lddp@dls.gov.bd

অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল :

১। অফিস কপি

সংযুক্তিঃ-০৩

# প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীণ "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" এর বিনিয়োগ সহায়তার আওতায় স্থাপিত দুধ শীতলীকরণ (মিল্ক চিলিং) প্ল্যান্ট পরিচালনা নির্দেশিকা

মিল্ক চিলিং প্লান্ট

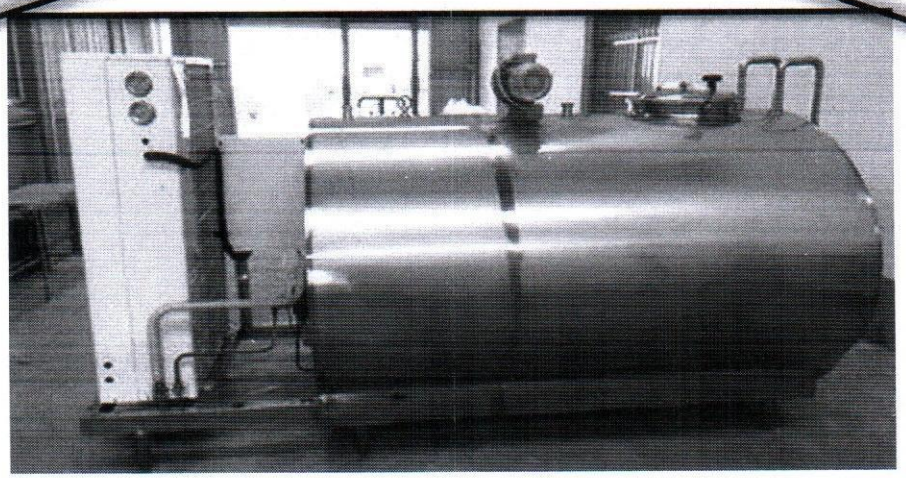

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

# প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীণ "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" এর বিনিয়োগ সহায়তার আওতায় স্থাপিত দুধ শীতলীকরণ (মিল্ক চিলিং) প্ল্যান্ট পরিচালনা নির্দেশিকা

প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষ করে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে খামারীদের দুধের নায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)" বিনিয়োগ সহায়তার আওতায় মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশব্যাপী দুধ সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের জন্য প্রকল্প হতে ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ২০টি মিল্ক হাব ও ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশান সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রকল্প হতে চরাঞ্চল এবং উপকূলবর্তী এলাকার খামারীদে উৎপাদিত দুধের নায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একক খামারী পর্যায়ে দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট ৪০টি ০৪(চার) ধরণের দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট স্থাপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতন্ত এলাকার অধিক দুধ উৎপাদনকারী খামারী এবং পার্শবর্তী খামারীগণ প্রয়োজনে অবিক্রিত দুধ শীতলীকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে বাজারজাতকরণের সুবিধা পাবেন।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) হতে ২০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৪ (চার) প্রকারের দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট সরবরাহ করা হবে। সেগুলি হচ্ছে-

ক) জেনারেটর ব্যতীত দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট

খ) জেনারেটরসহ দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট

গ) সোলার প্লান্টসহ দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট

ঘ) স্থানীয়ভাবে সজ্জিত দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট

**উদ্দেশ্য:**

- হাব বহির্ভূত এলাকায় বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুসংগঠিত নয় এমন এলাকার খামারীদের উৎপাদিত দুধের নায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং নিয়মিত আয় নিশ্চিত করা।
- দুধ সঠিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করার মাধ্যমে পচনরোধ করা, একইসাথে নষ্ট হয়ে যাওয়া দুধ দিয়ে নিম্নমানের দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন রোধ করা।
- দুধ বিক্রির নিশ্চয়তার মাধ্যমে নূতন নূতন খামারী গড়ে তোলা।
- স্থানীয় বাজার, দুধ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, মিল্ক হাবএ দুধ সরবরাহ বা বিক্রির সুবিধা বৃদ্ধি করা।

**মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা: (সুফলভোগী মিল্ক চিলিং প্লান্ট খামারী নিম্ন উল্লেখিত নির্দেশনাসমুহ যথাযথভাবে পালন করবেন)**

**১. মিল্ক চিলিং প্লান্ট স্থাপন:**

• সঠিক বায়ুচলাচল, নিষ্কাশন, এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ চিলিং প্ল্যান্টের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

• মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট স্থাপনে এবং পরিচালনায় কোন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেটি নিশ্চিত হতে হবে।

• প্ল্যান্টের একটি দুধ সংগ্রহ এলাকা বা কক্ষ, শীতলীকরণ (চিলিং) ইউনিট, দুধ সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক, এবং দুধ প্রেরণ বা সরবরাহ এলাকা থাকতে হবে।

• দুধ ঠান্ডা করার ইউনিট (বাল্ক মিল্ক কুলার), দুধ সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক, দুধের ক্যান, ওজন স্কেল, দুধ পরীক্ষার সরঞ্জাম (দুধের ফিল্টার, স্যাম্পলিং পাত্র, ল্যাক্টোমিটার, থার্মোমিটার, পিএইচ মিটার), এবং স্যানিটেশন সরঞ্জামাদি (ডিটারজেন্ট, স্যানিটাইজার, ব্রাশ) থাকতে হবে।

• একটি নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক উৎস এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে ব্যাকআপ জেনারেটর বা সোলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে নিরবচ্ছিন্ন দুধের শীতলতা (চিলিং) নিশ্চিত করা যায়।

**২. দুধ সংগ্রহের পদ্ধতি:**

• সুফলভোগীর খামার এবং এলাকার দুগ্ধ সমিতি এবং কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করা হবে।

• দুগ্ধ সমিতি এবং স্বতন্ত্র কৃষকদের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিতে দুধ সংগ্রহের সময়সূচী, পরিমান, দুধের মানের মান, দুধের মূল্য কাঠামো, পেমেন্ট শর্তাবলী অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

• দুধ সংগ্রহ দিনে দুবার (সকাল এবং সন্ধ্যায়) নির্ধারণ করা উচিত।

• খামারীদের কাছ থেকে চিলিং প্ল্যান্টে দুধ পরিবহনের জন্য ইনসুলেটেড দুধের ক্যান ব্যবহার করতে হবে।

• দুধ আগমনের সময়, প্রাথমিক গুণমান পরীক্ষা বা প্লাটফর্ম টেষ্ট (তাপমাত্রা, গন্ধ এবং চাক্ষুষ পরিদর্শন, ক্লট-অন-বয়েল) পরিচালনা করতে হবে।

• দুধের গুণমান এবং বাজারদর বিবেচনায় রেখে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারণ করতে হবে।

• দুধ গ্রহণে খামারীদের অপেক্ষা করার জন্য পরিষ্কার এবং ছায়াযুক্ত স্থানসহ একটি মনোনীত দুধ সংগ্রহ বা গ্রহণের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

• দৈনিক দুধ সংগ্রহের সময়সূচী বজায় রাখতে হবে এবং সময়মত প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

• দুধের মূল্য ডিজিটাল মিল্ক কালেকশান ও পেমেন্ট সিসটেমের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

• খামারী বা সমিতি থেকে দুধ সংগ্রহ বা গ্রহণের পর লগবুকে খামারীর নাম, ঠিকানা, সমিতির অধিভুক্তি (যদি প্রযোজ্য হয়) এবং দুধের পরিমাণ, গ্রহণের সময় প্রভৃতির তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

**৩. মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট ভাড়ায় ব্যবহার:**

• স্বতন্ত্র দুগ্ধ খামারি, দুগ্ধ সমিতি বা দুগ্ধ উৎপাদনকারী দল (পিজি) একক বা সম্মিলিতভাবে তাদের উৎপাদিত দুধ সংরক্ষণের জন্য চিলিং প্ল্যান্টটি ভাড়ায় ব্যবহার করা যাবে।

• চিলিং প্ল্যান্টের দৈনিক বা সাপ্তাহিক ব্যবহারের জন্যেউভয় পক্ষের সম্মতিতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফি নির্ধারণ করতে হবে যা সকল খামারী বা সমিতির জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট গ্রহাকের চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে।

• চিলিং প্লান্টে দুধ সংরক্ষণের জন্য প্লান্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খামারীদের সঠিক দুধ পরিচালনার (হ্যান্ডলিং) পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

**৪. দুধের গুণমান পরীক্ষা:**

• একজন অভিজ্ঞ ডেইরি টেকনিশিয়ান দ্বারা দুধের গুণমান পরীক্ষা করাতে হবে।

• দুধের প্রতিটি ব্যাচ বা সরবরাহকৃত খামারীর প্রতিটি লট থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

• কোন অস্বাভাবিকতা (রং, সামঞ্জস্য, ভৌত পদার্থের উপস্থিতি) যাচাইয়ে দুধের চাক্ষুস বা ভৌত পরিদর্শন করতে হবে।

• দুধের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য ল্যাকটোমিটার এবং দুধের প্রাথামক তাপমাত্রা পরীক্ষার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হবে। (আদর্শ তাপমাত্রা ১০ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে)

• যদি অতিরিক্ত পরীক্ষার সুবিধা থাকে (যেমন, দুধ বিশ্লেষক), সেগুলিকে স্থানীয় প্রবিধান অনুযায়ী দুধের জীবানু দুধের চর্বি উপাদান, SNF (সলিড-নট-ফ্যাট), pH স্তর, এবং ভেজালের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে হবে।

• রেকর্ড সংরক্ষণ: লগবুকে সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ডভূক্ত করতে হবে।

**৫. দুধ গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান:**

• দুধ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে দুধ শীতলীকরণের জন্য গ্রহণ করা হবে।

• গুণমান পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে দুধ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট খামারীকে বা সমিতিকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

• দুধের গুণমান উন্নত করার বিষয়ে খামারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (যেমন, স্বাস্থ্যসম্মত দুধ দোহন, সঠিক দুধের হ্যান্ডলিং, কর্মীর স্বাস্থ্যবিধি, খামারে দুধ প্রি-কুলিং এবং পরিবহন পদ্ধতি)

**৬. দুধ শীতলীকরণ:**

• কোনো সেডিমেন্ট বা কঠিন ভৌত পদার্থ অপসারণের জন্য প্রথমে একটি পরিষ্কার, স্যানিটাইজড ফিল্টারের মাধ্যমে গৃহীত দুধ ফিল্টার করতে হবে।

• যদি দুধ নির্ধারিত শীতল তাপমাত্রার উপরে আসে (আদর্শভাবে ৪ বা ৪ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে), বাল্ক মিল্ক কুলার (BMC)-এ স্থানান্তর করার আগে একটি রেফ্রিজারেটেড ট্যাঙ্ক বা সারফেস কুলার ব্যবহার করে দুধ প্রি-কুলিং করতে হবে।

• পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজড হুজ পাইপ ব্যবহার করে ফিল্টার করা দুধ BMC-তে পাম্প স্থানান্তর করতে হবে।

• BMC-তে দুধের তাপমাত্রা ধারাবাহিকভাবে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বজায় রাখতে হবে। (আদর্শভাবে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে)

• নিয়মিত বিরতিতে BMC তাপমাত্রা নিরীক্ষণ করতে হবে এবং লগবুকে তাপমাত্রার রিডিং রেকর্ড করতে হবে। (যেমন, প্রতি ঘণ্টায়)

**৭. ক্রিম পৃথকীকরণ (ঐচ্ছিক):**

• দুধ থেকে ক্রিম পৃথকীকরণ ব্যবস্থার জন্য একটি ক্রিম সেপারেটর মেশিন স্থাপন করতে হবে।

• নিরাপদ ক্রিম পৃথকীকরণ অপারেশন এবং ক্রিম সেপারেটর মেশিন পরিষ্কারের জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

• ক্রিম পৃথকীকরণের পর স্কিমড দুধ এবং ক্রিম আলাদাভাবে নির্দিষ্ট ট্যাঙ্কে শীতলীকরণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

**৮. প্লান্ট থেকে দুধ বিক্রয় এবং বিতরণ:**

**ক) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়:**

• ঠান্ডা দুধ প্যাকেজিং বা বিক্রয় করার জন্য পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজড ফুড-গ্রেড দুধের ক্যান বা ফুড-গ্রেড পলি প্যাক ব্যবহার করতে হবে।

• নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (৪ বা ৪ডিগ্রি সে: এর নীচে) বজায় রাখার জন্য ইনসুলেটেড বা কুলিং ভ্যান ব্যবহার করে স্থানীয় বাজারে দুধ বিক্রয় বা সরবরাহ করতে হবে।

• প্লান্ট থেকেও সরাসরি গ্রাহকের নিকট দুধ বিক্রিয় করা যাবে।

• দুধের গুণমান এবং বাজারদর বিবেচনায় রেখে প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

**খ) ভিএমসিসি, প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট বা মিল্ক হাবে দুধ সরবরাহ:**

• অধিক পরিমাণে দুধ ক্রয় করতে ইচ্ছুক নিকটবর্তী ভিএমসিসি, মিল্ক হাব বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

• ভিএমসিসি, মিল্ক হাব বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে নিয়মিত দুধ সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ভিএমসিসি, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা মিল্ক হাবের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

• প্লান্টে দৈনিক সংগ্রহ এবং ভিএমসিসি বা হাবের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে দুধ সরবরাহের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে।

• নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (৪ডিগ্রি সে: এর নীচে) বজায় রাখার জন্য ইনসুলেটেড ট্যাঙ্ক বা কুলিং ভ্যান ব্যবহার করে ভিএমসিসি, মিল্ক হাব বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের দুধ পরিবহণ বা সরবরাহ করতে হবে।

• সরবরাহ বা বিক্রির পরিমাণ, দুধের মান এবং গন্তব্য সহ প্রেরণের তথ্যগুলি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

**গ)** মূল্য সংযোজন পণ্য হিসেবে স্কিমড মিল্ক (যদি ক্রিম আলাদা করা হয়) থেকে দই, পনির বা ক্রিম থেকে ঘি, মাখনের মতো পণ্য তৈরি করতে স্থানীয় প্রসেসরের সাথে সহযোগিতা করার কথা বিবেচনা করতে হবে।

ঘ) ভাড়ায় প্লান্ট ব্যবহারকারীর সংরক্ষিত দুধ সংশ্লিষ্ট খামারী বা সমিতি নিজ দায়িত্বে নির্দিষ্ট সময়ে প্লান্ট থেকে গ্রহণ করবেন।

**৯. স্যানিটেশন এবং হাইজিন:**

• ফুড-গ্রেড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে প্রতিদিন সমস্ত সরঞ্জাম (দুধের ক্যান, চিলিং ইউনিট, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক) পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করতে হবে।

• প্লান্টে নিয়োজিত কর্মী সদস্যদের পরিষ্কার ইউনিফর্ম, গামবুট, গ্লাভস, মাস্ক এবং ক্যাপ পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।

**১০. প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:**

• মিল্ক চিলিং ইউনিট এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী করতে হবে।

• যন্ত্রপাতি ব্রেকডাউন, পাওয়ার ফেইলিওর এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত সমস্যাগুলি পরিচালনা বা সমাধানের জন্য একটি জরুরী বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

• পরিবেশগত নিয়ম মেনে প্লান্টের বর্জ্য পানি, ব্যবহৃত ফিল্টার এবং অপারেশন চলাকালীন উৎপন্ন অন্যান্য বর্জ্য যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনয়ি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

**১১. রেকর্ড সংরক্ষণ এবং ডকুমেন্টেশন:**

• দৈনিক দুধের প্রাপ্তী, পরীক্ষাকরণ, শীতলীকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রেরণের তথ্য সংরক্ষণের জন্য লগ বই মেইনটেইন করতে হবে।

• খরচ (বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, শ্রম) এবং দুধ বিক্রি থেকে রাজস্ব সহ বিস্তারিত আর্থিক রেকর্ড রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

• সাপ্লাই (স্যানিটাইজার, টেস্টিং রিএজেন্ট) এবং যন্ত্রপাতির ইনভেন্টরি ট্র্যাক করতে হবে।

**১২. প্ল্যান্টের ক্ষয় ক্ষতি, দায়ভার ও বীমা:**

• অবহেলা, অসতর্কতা বা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থতার কারণে প্লান্টের কোন ক্ষতি হলে প্লান্ট প্রাপ্ত সুফলভোগীর উপর সম্পূর্ন দায়ভার বর্তাবে।

• চুরির কারণে যন্ত্রপাতির ক্ষতি হলেও চিলিং প্লান্ট প্রাপ্ত সুফলভোগীর উপর দায়ভার বর্তাবে।

• প্লান্ট মালিক নিজ খরচে এবং উদ্যোগে তা মেরামত, সংযোজন, প্রতিস্থাপন করবেন।

• অপ্রত্যাশিত ঘটনা (আগুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি পোষানোর জন্য অনুদানপ্রাপ্ত চিলিং প্লান্ট সুফলভোগী সম্পত্তি বীমা করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থা বিবেচনা করতে হবে।

**১৩. স্টাফ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন:**

• কর্মীদের দুধ হ্যান্ডলিং বা পরিচালনা, গুণমান পরীক্ষা, সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

• দক্ষতা এবং দুধের গুণমান উন্নত করতে কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া এবং ক্রমাগত উন্নতি অনুশীলনকে উৎসাহিত করতে হবে।

**১৪. জেন্ডার বৈষম্যতা:**

প্লান্ট পরিচালনায় নিয়োজিত নারী কর্মী বা গ্রাহক পর্যায়ে কোন নারী জেন্ডার বৈষম্য, হয়রানি বা হেনস্থার শিকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

**১৫. নেটওয়ার্কিং এবং যোগাযোগ:**

• স্থানীয় কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মেলা, খামারী/কৃষক সমাবেশ, মিটিং, এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দুধ শীতলকরণ কেন্দ্র এবং এর পরিষেবা প্রচার করতে হবে।

• স্থানীয় বাজার প্রতিনিধি, পরিবেশক এবং দুধের কেন্দ্র/প্রসেসিং ইউনিটের প্রতিনিধিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

• দুধের গুণমান, মূল্য এবং বিতরণের সময়সূচী সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে।

**১৬. বিরোধ নিষ্পত্তি:**

• প্লান্ট পরিচালনা, উপকারভোগীর সাথে চুক্তি ভংগ বা ক্ষতি বা দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসনের এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যস্থতায় তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

**১৭. নিবন্ধন/লাইসেন্সিং/ ছাড়পত্র:**

• স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিলিং প্ল্যান্ট অপারেশনের জন্য নিবন্ধন/প্রাসঙ্গিক লাইসেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

• স্থানীয় স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা প্রবিধানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে।

**১৮. রিপোর্টিং:**

• দুধ শীতলকরণ প্ল্যান্টের কর্মক্ষম অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত (প্রতিমাসে) প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

এই নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে, এলডিডিপি সুফলভোগী উদ্যোক্তা তাঁর দুধ শীতলকরণ প্ল্যান্টের দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারেন, সেইসাথে দুধের উচ্চ গুণমান বজায় রাখতে পারেন এবং কার্যকর বাজার বন্টনের মাধ্যমে সর্বাধিক লাভবান হতে পারেন।

# ২. মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা

**দুধ শীতলীকরণ প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব:**

- **দুধের গুণমান রক্ষা করে:** নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ দুধে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ধীর করতে এবং দুধ নষ্ট হওয়া রোধ করতে দুধকে সঠিক তাপমাত্রায় রেখে, চিলিং সিস্টেমটি সর্বোত্তমভাবে কাজ করে তা নিশ্চিত করে।
- **দুধের অপচয় হ্রাস করে:** সরঞ্জামের ব্যর্থতার ফলে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট দুধ হতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ এই ঝুঁকি হ্রাস করে, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং আর্থিক লাভ রক্ষা করে।
- **সরঞ্জামের আয়ুষ্কাল বাড়ায়:** দুধ শীতলীকরণ সরঞ্জাম ব্যয়বহুল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সময়মত মেরামতের মতো প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের অনুশীলনগুলি প্লান্টটিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মসৃণভাবে চালু রাখে, এবং প্রতিস্থাপনের খরচ কমিয়ে দেয়।
- **উৎপাদনকে অপ্টিমাইজ করে:** একটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সিস্টেম ডাউনটাইম কমিয়ে দেয় এবং দুধ প্রক্রিয়াকরণকে দক্ষতার সাথে চলতে সহায়তা করে।

**দুধ শীতলীকরণ প্লান্টের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা: (সুফলভোগী মিল্ক চিলিং প্লান্ট খামারী নিম্ন উল্লেখিত নিদের্শনাসমুহ যথাযথভাবে পালন করবেন)**

**ক) দৈনিক/সাপ্তাহিক রক্ষণাবেক্ষণ:**

**পরিষ্কার এবং স্যানিটেশন:**

▪ দৈনিক ব্যবহারের পরে দুধ গ্রহণের সকল সরঞ্জাম (ওজন স্কেল, ফিল্টার, নমুনা নেওয়ার পাত্র, দুধ সংগ্রহ ট্যাঙ্ক) ধুয়ে ফেলতে হবে এবং স্যানিটাইজ করতে হবে।

▪ দৈনিক প্লান্টের ভিতর জমে থাকা পানি, দুধ, ময়লা মুছে ফেলতে হবে এবং চিলিং প্ল্যান্টের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

▪ প্রতি দিন দুধ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সময় ব্যবহৃত হোজ পাইপ, শিল্ক পাইপ লাইন এবং দুধ স্থানান্তর সরঞ্জাম পরিস্কার এবং স্যানিটাইজ করতে হবে।

▪ সপ্তাহে একদিন স্যানিটাইজিং দ্রবণ দিয়ে বাল্ক মিল্ক কুলার (BMC) ট্যাঙ্ক এর অভ্যন্তরটি গভীরভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

▪ সঠিকভাবে বাল্ক মিল্ক কুলার ট্যাঙ্ক পরিস্কার পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

**তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ:**

- ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে দৈনিক ক্রমাগত BMC তাপমাত্রা নিরীক্ষণ করতে হবে।
- দৈনিক নিয়মিত বিরতিতে (যেমন, প্রতি ঘণ্টায়) একটি লগবুকে BMC তাপমাত্রার রিডিং রেকর্ড করতে হবে ।
- প্রতি সপ্তাহে ক্যালিব্রেটেড থার্মোমিটার ব্যবহার করে BMC তাপমাত্রা সেন্সরের যথার্থতা পরীক্ষা করতে হবে।

**খ) মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ:**

**চাক্ষুষ বা ভৌত পরিদর্শন:**

- ছিদ্র, গর্ত, বা ক্ষতির কোনো চিহ্নের জন্য BMC সম্পূর্ন পরিদর্শন করতে হবে।
- সঠিকভাবে BMC বন্ধের জন্য দরজার সীলগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও ঠান্ডা বাতাস ভিতর থেকে যেন বেরিয়ে না যায়।
- ধুলো জমার জন্য কনডেন্সার কয়েল (যদি এয়ার-কুল করা হয়) দৃশ্যত: পরিদর্শন করতে হবে।

**কনডেন্সার ক্লিনিং:**

- এয়ার-কুলড ইউনিটগুলি থেকে ধুলো ময়লা এবং ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য একটি নরম ব্রাশ বা সংকুচিত বায়ু দিয়ে কনডেন্সার কয়েলগুলি পরিষ্কার করতে হবে। এটি তাপ বিনিময় দক্ষতা উন্নত করে।
- সরাসরি কয়েলে পানি ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি কনডেন্সারের সূক্ষ্ম পাখনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

**গ) ত্রৈমাসিক রক্ষণাবেক্ষণ:**

**ডিফ্রোস্টিং (ঐচ্ছিক):**

- ব্যবহার এবং আর্দ্রতার মাত্রার উপর নির্ভর করে, কিছু BMC-এর বাষ্পীভবন কয়েলে বরফ জমা হওয়া রোধ করার জন্য পর্যায়ক্রমিক ডিফ্রোস্টিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে।
- সঠিক ডিফ্রস্টিং পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।
- সর্বোত্তম শীতল করার দক্ষতা বজায় রাখতে ডিফ্রস্টিং ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দিতে হবে।
- BMC ড্রেন প্যানটি পরিষ্কার করতে হবে, যা অপারেশন চলাকালীন ঘনীভবনকৃত পানি সংগ্রহ করে।

• ড্রেন প্যানের জমাট বাঁধা পানি এবং সম্ভাব্য ওভারফ্লো প্রতিরোধ করার জন্য কোনো জমে থাকা ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করতে হবে।

**ঘ) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ:**

• রেফ্রিজারেন্টের মাত্রা এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন রেফ্রিজারেশন টেকনিশিয়ানের দ্বারা বার্ষিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

• কম রেফ্রিজারেন্ট মাত্রা ঠান্ডা করার দক্ষতা এবং সরঞ্জামের জীবনকালকে প্রভাবিত করতে পারে।

**রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড সংরক্ষণ:**

• সমস্ত পরিষ্কার, পরিদর্শন, এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম রেকর্ড করার জন্য একটি বিস্তারিত লগবুক মেইনটেইন করতে হবে।

• ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য তারিখ, পর্যবেক্ষণ, এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

**কর্মী প্রশিক্ষণ:**

• চিলিং প্ল্যান্টের জন্য প্রাথমিক পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

এই নির্দেশিকায় সাধারণ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা সতর্কতার জন্য নির্দিষ্ট শীতলীকরণ প্লান্ট মডেলের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

## ৩. মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা:

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)এর বিনিয়োগ সহায়তায় স্থাপিত মিল্ক চিলিং প্ল্যান্টের জন্য, দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করতে, দুধের গুণমান বজায় রাখতে এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার জন্য একটি কার্যকর মনিটরিং সিস্টেম প্রয়োগ করা অপরিহার্য। মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট কার্যক্রম মনিটরিংএ নিম্নরুপ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হবে-

### ১. মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট কার্যক্রম মনিটরিং টিম গঠন:

১.১. মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট কার্যক্রম মনিটরিংএর জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার তত্বাবধানে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হবে।

১.২. মনিটরিং টিমের অন্যান্য সদস্যরা হবেন- ভেটেরিনারি সার্জন, এলইও, সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্থানীয় ডেইরি সমিতির প্রতিনিধি।

১.৩. মনিটরিং টিম প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

১.৪. মনিটরিং টিম প্রতি মাসে মিল্ক চিলিং প্লান্ট মনিটরিং কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

### ২. মিল্ক চিলিং প্লান্ট মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করবেন:

#### ২.১. দুধের গুণমান মনিটরিং:

• দুধের ফ্যাট কন্টেন্ট, SNF (সলিড-নট-ফ্যাট), pH লেভেল, তাপমাত্রা এবং ভেজালের উপস্থিতির মতো প্যারামিটারগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন।

• দুধ সরবরাহকারীদের সাথে সংযুক্ত সমস্ত পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করবেন।

#### ২.২. তাপমাত্রা মনিটরিং:

• চিলিং ইউনিটের ভিতরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করবেন এটি ৪ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে আছে কিনা।

• ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি রোধ করতে স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলি উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন ।

#### ২.৩. স্যানিটেশন ব্যবস্থা মনিটরিং:

• দুধের ক্যান, চিলিং ইউনিট এবং স্টোরেজ ট্যাঙ্ক সহ সকল সরঞ্জাম পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন ।

**২.৪. স্বাস্থ্যবিধি মনিটরিং:**

• কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন। কর্মীরা পরিষ্কার ইউনিফর্ম, গ্লাভস, গামবুট, মাস্ক এবং ক্যাপ ব্যবহার করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন ।

• প্লান্টে কর্মী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক, সাবান, পরিস্কার ন্যাপকিন ইত্যাদি) মজুত আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন ।

**২.৫. ইনভেন্টরি মনিটরিং:**

• প্রয়োজনীয় সরবরাহ যেমন স্যানিটাইজার, ডিটারজেন্ট, টেস্টিং রিএজেন্ট এবং প্যাকেজিং উপকরণের ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন।

**২.৬. অপারেশনাল দক্ষতা মনিটরিং:**

• চিলিং ইউনিট, জেনারেটর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করবেন।

**২.৭. দুধ সংগ্রহ ও বিতরন মনিটরিং:**

• প্লান্টে দুধ সংগ্রহ, গ্রহণ ও বিতরন সংক্রান্ত খামারী/গ্রাহক তালিকা পর্যবেক্ষণ করবেন।

• প্রতিটি সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত দুধের পরিমাণ এবং বাজার বা হাবগুলিতে পাঠানো দুধের পরিমান সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করবেন।

**২.৮. আর্থিক মনিটরিং:**

• প্লান্টের মাসিক/বার্ষিক আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করবেন।

**২.৯. কমপ্লায়েন্স মনিটরিং:**

• প্লান্টের সমস্ত কার্যক্রম স্থানীয় স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, এবং পরিবেশগত নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

• সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

**২.১০. কাস্টমার ফিডব্যাক মনিটরিং:**

• দুধ এবং পরিষেবার গুণমান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক, সমিতি এবং মিল্ক হাব থেকে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন।

• পরিষেবার গুণমান উন্নত করতে গ্রাহকদের দ্বারা উত্থাপিত কোনও অভিযোগ বা সমস্যাগুলি ট্র্যাক করবেন।

এই মনিটরিং সিস্টেমগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করতে পারে, উচ্চ দুধের গুণমান বজায় রাখতে পারে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত একটি সফল এবং টেকসই ব্যবসার দিকে পরিচালিত করে।

---------o---------